রাসুল(সাঃ) এঁর চিঠি

রোম সম্রাট কায়সারের নামে

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে, "রাসুল(সাঃ) এঁর চিঠি রোম সম্রাট কায়সারের নামে।"তৎকালীন বিশ্বের দু'পরাশক্তি রোম ও পারস্যের অন্যতম পরাশক্তি (Superpower) ছিল রোম সাম্রাজ্য। তারা ছিল খৃষ্টান।

সহীহ বোখারীর এক দীর্ঘ হাদীসে এ চিঠির বিবরণ উল্লেখ রয়েছে। রসুল (সঃ) রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সে চিঠির বিবরণ নিম্নরূপ-

পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসুল মোহাম্মদের পক্ষ থেকে রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি।

সালাম সে ব্যক্তির প্রতি ,যিনি হেদায়েতের আনুগত্য করেন। আপনি যদি ইসলাম গ্রহণ করেন তবে শান্তিতে থাকবেন এবং দ্বিগুণ পুরস্কার পাবেন। যদি অস্বীকৃতি জানান, তবে আপনার প্রজাদের পাপও আপনার ওপর বর্তাবে। হে আহলে কিতাব, এমন একটি বিষয়ের প্রতি এসো, যা আমাদের ও তোমাদের জন্যে একই সমান। সেটি হচ্ছে, আমরা আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো উপাসনা আনুগত্য করবো না, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবো না। আল্লাহ ব্যতীত আমাদের কেউ পরস্পরকে প্রভু হিসাবে গ্রহণ করবো না, যদি লোকেরা অমান্য করে তবে তাদের বলে দাও ,তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি।

এ চিঠি পৌছানোর জন্যে রসুল (সঃ) হযরত দেহইয়া ইবনে খলীফা কালবী(রাঃ)-কে মনোনীত করেন। তাকে বলা হয় , তিনি যেন এ চিঠি বসরার শাসনকর্তার হাতে দেন। বসরার শাসনকর্তা তা সম্রাট হেরাক্লিয়াসকে পৌঁছে দেবেন। এরপর যা কিছু হয়েছে, তার বিবরণ সহীহ বোখারীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস(রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব তাকে বলেছেন, সম্রাট হেরাক্লিয়াস তাকে কোরায়েশদের একদল লোকের সাথে তার দরবারে আমন্ত্রণ জানান। হোদায়বিয়ার সন্ধির শর্তানুযায়ী এ কাফেলা ব্যবসায়ের মালামাল নিয়ে সিরিয়ায় গিয়েছিলো। সম্রাট (হেরাক্লিয়াস)- এর আহ্বানে কাফেলার লোকজন ইলিয়ায় (বায়তুল মাকদেস) তার দরবারে হাজির হয়। সম্রাট তদের কাছে ডাকেন। সে সময় তার আশেপাশে দেশের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

সম্রাট হেরাক্লিয়াস মক্কার বানিজ্য প্রতিনিধি দলকে সামনে রেখে তার দোভাষীকে তলব করেন। এরপর দোভাষীর মাধ্যমে জিজ্ঞেস করেন , যিনি নিজেকে নবী বলে দাবী করেন তার সাথে বংশগত সম্পর্কের দিক থেকে তোমাদের মধ্যে কে অধিক নিকটবর্তী? আবু সুফিয়ান বলেন,আমি তখন বাদশাহ্‌কে জানালাম, আমিই বংশগত দিক থেকে তার অধিক নিকটবর্তী। হেরাক্লিয়াস তখন বললেন, তাকে আমার কাছাকাছি নিয়ে এসো আর তার সঙ্গীদের পেছনে বসাও। এরপর হেরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন, এ লোকটিকে আমি সে নবীর দাবীদার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। যদি সে কোন কথার জবাবে মিথ্যা বলে , তবে তার সঙ্গীদের বলে দাও

তারা যেন সাথে সাথে প্রতিবাদ করে। আবু সুফিয়ান বলেন, আল্লাহর শপথ, যদি মিথ্যা বলার দুর্নাম হওয়ার ভয় না থাকতো,তবে আমি তাঁর সম্পর্কে অবশ্যই মিথ্যা বলতাম।

আবু সুফিয়ান বলেন, সামনে এনে বসানোর পর হেরাক্লিয়াস সর্বপ্রথম আমাকে প্রশ্ন করেন,তোমাদের মধ্যে সে লোকটির বংশমর্যাদা কেমন?

আমিঃ তিনি উচ্চ বংশ মর্যাদার অধিকারী।

হেরাক্লিয়াসঃ তিনি যা বলেন এরকম কথা কি তাঁর আগে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ বলেছিলেন?

আমিঃ না।

হেরাক্লিয়াসঃ তার পিতা পিতামহের মধ্যে কেউ কি সম্রাট ছিলেন?

আমিঃ না।

হেরাক্লিয়াসঃ বড়োলোকেরা তার আনুগত্য করেছে না দূর্বল লোকেরা?

আমিঃ দুর্বল লোকেরা।

হেরাক্লিয়াসঃ তাদের সংখ্যা বাড়ছে না কমছে?

আমিঃ বেড়েই চলেছে।

হেরাক্লিয়াসঃ এ দ্বীনে প্রবেশের পর কেউ কি বিতশ্রদ্ধ হয়ে মোরতাদ হয়?

আমিঃ না।

হেরাক্লিয়াসঃ তিনি যা বলেছেন, তা বলার আগে কেউ কি তাকে মিথ্যা বলার জন্যে কখনো অভিযুক্ত করতো?

আমিঃ না।

হেরাক্লিয়াসঃ তিনি কি চুক্তি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেন?

আমিঃ জ্বি না। তবে বর্তমানে তার সাথে আমরা এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ রয়েছি। এ ব্যপারে তিনি কি করবেন আমরা জানি না। আবু সুফিয়ান বলেন, এ একটি কথা ছাড়া আমি কোনো কথা নিজে থেকে সংযোজনের সুযোগ পাইনি।

হেরাক্লিয়াসঃ তোমরা কি তার সাথে যুদ্ধ করেছো?

আমিঃ হাঁ।

হেরাক্লিয়াসঃ তোমাদের এবং তার যুদ্ধ কেমন ছিল ?

আমিঃ যুদ্ধ আমাদের এবং তার মধ্যে বালতির মতো। কখনো তিনি আমাদের পরাজিত করেন, কখনো আমরা তাকে পরাজিত করি।

হেরাক্লিয়াসঃ তিনি তোমাদের কি কাজের আদেশ দেন?

আমিঃ তিনি বলেন, তোমরা শুধু আল্লাহর এবাদত করো, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না। তোমাদের পিতা-পিতামহ যা বলতেন সেসব ছাড়ো। সত্যবাদিতা, পরহেযগারী, পাক-পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে ভালো ব্যবহারের আদেশ দিয়ে থাকেন।

এরপর হেরাক্লিয়াস তার দোভাষীকে বললেন, এ লোকটিকে বলো, আমি যখন নবুয়তের দাবীদারের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, তখন সে বলেছে , তিনি উচ্চ বংশ মর্যাদা সম্পন্ন। নিয়ম হচ্ছে , নবী রসুল উচ্চবংশ মর্যাদাসম্পন্ন লোকদের মধ্য থেকেই প্রেরিত হয়ে থাকেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি,তাঁর আগে তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ এ ধরণের কথা বলেছিলো কিনা । সে বলেছে, বলেনি। যদি অন্য কারো বলা কথারই সে পুনরাবৃত্তি করতো , তবে আমি বলতাম, এ লোকটি অন্যের বলা কথারই প্রতিধ্বনি করছে । আমি জিজ্ঞেস করেছি , তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ ছিলো কিনা? তুমি বলেছো না, ছিলো না। যদি তার বাপ-দাদাদের মধ্যে কেউ বাদশাহ থাকতো তবে আমি বলতাম, এ লোক বাপ-দাদার বাদশাহী লাভের আকাংখা করছে। আমি জিজ্ঞেস করেছি , তিনি যা বলেছেন এর আগে তোমরা তাকে মিথ্যাবাদী হিসাবে অভিযুক্ত করেছিলে কিনা? তুমি বলেছো, না।

রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াসের প্রতি আল্লাহর রাসুলের প্রেরিত চিঠির প্রভাবই ছিলো আবু সুফিয়ানের এ বিবরণী , যা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন । এ চিঠির এক প্রভাব এও ছিলো, সম্রাট হেরাক্লিয়াস রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পত্র বাহক দেহইয়া কালবী(রাঃ)-কে বেশ কিছু মালামাল ও কাপড় চোপড় প্রদান করেন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহ সর্বশক্তিমান । তিনি পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং রিযিক প্রদান করেন। তিনি জীবন দান করেন , মৃত্যু ঘটাবেন আবার পুনর্জীবিত করে বিচারের সম্মুখীন করবেন।

ভালো কাজের প্রতিফল অনন্ত জান্নাত। খারাপ কাজের প্রতিফল জাহান্নাম। দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। আখেরাতের জীবন চিরস্থায়ী। পরাশক্তি রাজা , সম্রাট,কারও কাছে মাথা নত করা যাবে না। ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহর, তাঁর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।